সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৫ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২

protiva.ahlehadeethbd.org

- বৃষ্টির সকালে
- কলমের কালি
- শিশুর ত্বকের যত্ন
- ডান-বামের ব্যবহার
- কা'বার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'সোনামণি' কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'সোনামণি প্রতিভা' ও প্রতিযোগিতা '২২-এর সিলেবাস প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫৫তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **সম্পাদক**
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  রবীউল ইসলাম
- **সহকারী সম্পাদক**
  নাজমুন নাঈম
- **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয়
  - শিরক থেকে বেঁচে থাকো ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা ০৬
  - ডান-বামের ব্যবহার ১৩
- হাদীছের গল্প
  - কা‘বা ঘর ১৭
- এসো দো‘আ শিখি ১৮
- গল্পে জাগে প্রতিভা
  - বৃষ্টির সকালে ১৯
  - অবহেলা ২১
- কবিতাগুচ্ছ ২৩
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
  - কা‘বা ঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস ২৪
- একটু খানি হাসি ২৯
- যাদু নয় বিজ্ঞান
  - কলমের কালি ৩০
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩১
- রহস্যময় পৃথিবী
  - অগ্নিকুণ্ড ৩২
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- ভাষা শিক্ষা ৩৬
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮
- রাস্তায় চলাচলের আদব ৩৯
- কুইজ ৩৯

শিরক থেকে বেঁচে থাকো

শিরক শব্দটির অর্থ অংশ। সেখান থেকে মাছদার ইশরাক অর্থ শরীক করা। তাই আল্লাহ্র সত্তা বা গুণাবলীর সাথে অন্যের সত্তা ও গুণাবলীকে শরীক করাই শিরক। আর মুশরিক অর্থ অংশীবাদী। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক নির্ধারণকারী। শিরক তাওহীদের বিপরীত। এ দু'টি কখনোই একত্রে থাকতে পারে না। এ পৃথিবীতে যত পাপ রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়, জঘন্য ও অমার্জনীয় পাপ হল শিরক। যে ব্যক্তি শিরকের মত মহাপাপে লিপ্ত হয় তার জন্য জান্নাত হারাম ও জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, দু'টি বিষয় রয়েছে যা অনিবার্য। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, সে দু'টি অনিবার্য বিষয় কী হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম হা/৯৩; মিশকাত হা/৩৮)*।

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শিরকের গোনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গোনাহ মাফ করেন না। এছাড়া তিনি যে কোন ব্যক্তির যেকোন গোনাহ ইচ্ছামত ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮)*। মুমিন বান্দা শিরক ব্যতীত পৃথিবীর শূন্যস্থান ভর্তি পাপ করলেও আল্লাহ তা'আলা যে কোন মুহূর্তে তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট কোন শিরক না করে পৃথিবী ভর্তি পাপ নিয়ে হাযির হও, তাহলে আমি তোমার নিকট পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে আসব' *(তিরমিযী হা/৩৫৪০)*।

শিরকের প্রকৃত তাৎপর্য হল : যে সব বস্তু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট সেগুলোকে অন্য কারো জন্য করা। যেমন-অন্যকে সিজদা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা, বিপদে অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট প্রার্থনা করা। কাউকে বিপদ দূরকারী মনে করা, কাউকে আরোগ্যদাতা, আইনদাতা, সন্তানদাতা, গওছুল আযম বা মহান ফরিয়াদ শ্রবণকারী ধারণা করা ইত্যাদি। মানুষ হৌক, জিন হৌক, ফেরেশতা হৌক, যার সাথে যে ব্যক্তি এই আচরণ করবে, সেই মুশরিক হবে *(মাসিক আত-তাহরীক ২/৭ এপ্রিল '৯৯, পৃ. ৯)*।

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

ছোট সোনামণিদের হাতে, পায়ে, শরীরে অনেক ক্ষেত্রেই তাবীয, সুতা, বালা, রিং ইত্যাদি দেখা যায়। অধিকহারে কাঁদা, ভয়, অনিদ্রা, স্বাস্থ্যের অবনতি ও বদনযর হতে বাঁচতে অনেকে এই পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে। অনেকে রোগ মুক্তির আশায় সোনামণিদের কান ফুঁড়িয়ে তাতে বালি ব্যবহার করে। তাদেরকে অষ্ট ধাতুর আংটি পরায়। তাদের হাতে, কোমরে ও গলায় বিভিন্ন রঙের সুতা বাঁধে। এগুলো সবই শিরকী কাজ। এগুলো রোগ-বালাই ভালো করতে পারে না বা কোন উপকারও করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আন'আম ৬/১৭)*।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁক জায়েয। কিন্তু তাবীয-কবচ, বালা-সুতা, রিং এবং এ জাতীয় কিছু রোগ মুক্তির জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি নির্ভরশীল করা হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। আদর্শ সোনামণিরা অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকবে। তবে তারা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করতে পারে। আর ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহ্র নামে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আসমূহ দিয়ে হতে হবে। এতে কোনরূপ শিরক-বিদ'আত ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না *(মুসলিম হা/২২০০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহারকারীর বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি দলটির নয় জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি নয় জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*।

অতএব হে সোনামণি! জাহান্নাম থেকে বাঁচতে ও জান্নাতের পথ অবলম্বন করতে যাবতীয় শিরক থেকে বেঁচে থাকো । আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

কা'বা ঘর

আবু জাহিদ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ-

'নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত' *(আলে-ইমরান ৩/৯৬)*।

কা'বা ঘর পৃথিবীর কেন্দ্র মক্কায় অবস্থিত। এটি বিশ্বের সকল মুসলিমের মিলনস্থল ও শান্তির জায়গা। এখানে মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ, ফেৎনা-ফাসাদ, খুন-খারাবি করা নিষিদ্ধ। এজন্য একে 'বায়তুল হারাম' বলা হয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা একে 'মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)* এবং 'মুক্তগৃহ' *(হজ্জ ২২/২৯)* নামে অভিহিত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে কা'বা ঘরের মহত্ত্বের কয়েকটি দিক বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত এটি ইবাদতের জন্য নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) নির্মাণ করেন। এর পূর্বে মানুষের বসবাসের জন্য ঘর নির্মিত হলেও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘর তৈরী হয়নি।

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মসজিদুল হারাম'। আমি আবার বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মসজিদুল আক্বছা'। আমি জিজ্ঞেসা করলাম, এ দু'টির মাঝে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, 'চল্লিশ বছর' *(বুখারী হা/৩৩৬৬)*।

দ্বিতীয়ত এটি বরকতময় ও কল্যাণের আধার এবং এ ঘরে রয়েছে জগতবাসী জন্য হেদায়াত। এটি বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর। আর হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন ও যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। আর সকল হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি কা'বার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করে। ছালাত মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে হেদায়াতের পথে অটল রাখে। সেদিক থেকে কা'বাকে হেদায়াত বলা যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন-আমীন!

কা'বা ঘর

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে ত্বাওয়াফ করবে এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে একটি দাস মুক্তির ন্যায় (ছওয়াব লাভ করবে)' *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৬)*।

কা'বা আল্লাহ্র ঘর। যেটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর চারপাশ বেষ্টন করে মসজিদে হারাম অবস্থিত। এটি সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে সম্মানিত এবং এই এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ।

মুসলিমরা কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে (অর্থাৎ কা'বাকে বাম পাশে রেখে) সাতবার প্রদক্ষিণ করে, যাকে ত্বাওয়াফ বলা হয়। এটি হজ্জ ও ওমরাহ্র একটি অন্যতম রুকন। ত্বাওয়াফের সময় প্রতি পদক্ষেপে তার দশটি গোনাহ ঝরে যায় ও দশটি নেকী লেখা হয় ও আল্লাহ্র নিকট তার মর্যাদার স্তর দশগুণ বৃদ্ধি পায় *(আহমাদ হা/৪৪৬২)*। পৃথিবীর অন্য কোন ঘরকে কেন্দ্র করে এমন ত্বাওয়াফের রীতি নেই। অথচ কা'বা প্রাঙ্গণে ফরয ছালাত ও খুৎবা ব্যতীত সব সময় ত্বাওয়াফ চলতে থাকে।

কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফের পর ত্বাওয়াফকারীগণ 'মাক্বামে ইব্রাহীম' বা তার নিকটতম স্থানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাতের স্থান বানাও' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*। তবে ভীড়ের কারণে জায়গা না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা ঘরে ত্বাওয়াফ ও সেখানে দু'রাকা'আত ছালাত আদায়কে একটি দাস মুক্তির ন্যায় বলেছেন। আর দাস মুক্তি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, তাহলে তার (মুক্ত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তকারীর) প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে' *(মুসলিম হা/৩৬৯০)*।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

(১৩ তম কিস্তি)

৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা :

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। সোনামণিদের জীবনের শুরু থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে, আমার জীবন, মরণ, রিযক, সম্মান সবকিছু আল্লাহ্র হাতে। তাই তাঁর উপর ভরসা করে ভালো কাজে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে ৫টি নীতিবাক্যের প্রথমটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'বিসমিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। বাড়িতে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, দরজা খোলা ও বন্ধ করা, লাইট জ্বালানো ও নেভানো, পাত্র ঢাকা, বোতলের মুখ লাগানো, ওযূ-গোসল, খানা-পিনা, যবহ ইত্যাদি সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। কিন্তু যে সকল ইবাদতের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিধান নেই সেখানে বলা যাবে না। যেমন আযান, ইক্বামত, ছালাত ইত্যাদির শুরুতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোনামণিদের খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা শিখিয়ে দিতেন। ওমর ইবনু আবূ সালামা (রাঃ) বলেন, كُنْتُ غُلاَمًا فِى حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ 'আমি শৈশবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মিশকাত হা/৪১৫৯)*। খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِى لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ 'নিশ্চয় শয়তান সেই

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

খাদ্য নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যাতে বিসমিল্লাহ বলা হয় না' *(মুসলিম হা/২০১৭; আবুদাঊদ হা/৩৭৬৬)*। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ 'যখন কোন লোক নিজ বাড়িতে প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে, তখন শয়তান (তার সাথীদেরকে) বলে, তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের জায়গাও নেই এবং রাতের খাবারও নেই। আর সে বাড়িতে প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেলে। আর খাবার সময়েও বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেলে এবং খাবারও পেলে' *(মুসলিম হা/২০১৮; আবুদাঊদ হা/৩৭৬৫)*।

বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্র রহমত কামনা করা হয়। কেননা তাঁর রহমত ব্যতীত কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হতে পারে না। এমনকি আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ শুধু তার আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يُدْخِلُ أَحدًا منكم عملُه الجنةَ وَلاَ يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ 'কারো আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না কিংবা জাহান্নাম থেকে রেহাই দেবে না, এমনকি আমাকেও নয়, আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২৮১৭; মিশকাত হা/২৩৭২)*।

'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে অগণিত নে'মত দান করেছেন এবং অনেক কাজ করার শক্তি দান করেছেন। তাই তাঁর পূর্ণ কৃতজ্ঞতাসহ যাবতীয় প্রশংসা নিবেদন করে যাবতীয় কাজ শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হয়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আর সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হল 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) *(তিরমিযী হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/২৩০৬)*। অন্তর থেকে আল্লাহ্র

শুকরিয়া আদায় করত 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান এবং এই দো'আ দ্বারা মীযানের পাল্লা ছওয়াবে পরিপূর্ণ হয়ে যায় *(মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)*।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 'আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি খুশি হন, যে এক লোকমা খাবার খেয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তাঁর প্রশংসা করে' *(মুসলিম হা/২৭৩৪-৮৯; মিশকাত হা/৪২০০)*।

তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশীর সময় বলতেন, الْحَمْدُ للهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ। 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে'। আবার কষ্টের সময় বলতেন الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ। 'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩; ছহীহাহ হা/২৬৫)*। এজন্য সোনামণিরা সকল শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে। অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং সোনামণিদের তা শিখিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সোনামণি পরিচিতির নতুন সংস্করণে ১০টি গুণাবলীর ৯ নম্বরে উল্লেখ আছে 'বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা'-যা অত্র প্রবন্ধের ১০টি গুণাবলীর ৭ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

১০. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা : এ বিষয়ে অত্র প্রবন্ধের ১০টি গুণাবলীর ৫ নম্বরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরিচিতির নতুন সংস্করণের ১০টি গুণাবলীর ১০ নম্বর 'পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা' সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

মুমিনের অন্যতম গুণ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৭১)*।

মুসলমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। আর শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার মাপকাঠি হল 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। সেই সাথে সৎকাজের প্রতি মানুষকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করা। বিশেষ করে সোনামণিদের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করলে তারা সহজে সেদিকে প্রভাবিত হয়। ছোটরা এ ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবে এবং বড়রা যথাযথ সহযোগিতা করবে। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

ক্ষতি থেকে বাঁচার পথ হল পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে *(আছর ১০৩/১-৩)*।

অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে কেবল চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ। যার মধ্যে প্রথম দু'টি হল ব্যক্তিগত ও পরের দু'টি হল সমাজগত। প্রথম দু'টির প্রথমটি হল ঈমান এবং দ্বিতীয়টি হল আমল। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জ্ঞান যদি তাওহীদ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল হয়, তবে তার কর্ম হবে মঙ্গলময়। আর যদি তা না হয়, তবে তার কর্ম হবে অকল্যাণময়। মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে এদুয়ের

ফলাফল সুস্পষ্ট। যে জাতি ইলমী ও আমলী শক্তিতে উন্নত, সে জাতিই পৃথিবীতে উন্নত হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তার বাস্তব সাক্ষী। অতএব ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে নিম্নোক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে- ১. ঈমান ২. সৎকর্ম ৩. দাওয়াত ৪. ছবর *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৪৬২)*।

যারা দ্বীনের পথে দাওয়াতের মাধ্যমে পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিবে তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং বলে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই তা প্রকৃত হকের সন্ধান দিতে পারে না। 'হক' হল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا 'আর তুমি বল, হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। অতঃপর যার ইচ্ছা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যার ইচ্ছা তাতে অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' (*কাহফ ১৮/২৯*)।

আর সংখ্যা কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَن سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ– 'আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিপদগামী করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' (*আন'আম ৬/১১৬*)। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দু'টি শ্রেষ্ঠ নে'মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক; মিশকাত হা/১৮৬)*। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ

হাদীছে বিধান আঁকড়ে ধরার জন্য সোনামণিরা একে অপরকে সাধ্যমত দাওয়াত দিবে।

হক-এর এই দাওয়াত দেওয়ার ফযীলত অফুরন্ত। রাসূল (ছাঃ) এসেছিলেন 'আল্লাহ্র পথের দাঈ' হিসাবে (*আহযাব ৩৩/৪৬*)। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً– 'একটি মাত্র আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'কেউ যদি কোন নেক কাজের পথনির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়' *(মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯)*।

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ– 'যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট কুরবানীর চাইতে উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩০০৯; মিশকাত হা/৬০৮০)*।

তবে হক-এর পথে দাওয়াত দিলে বাতিল পন্থীরা নানাভাবে বিরোধিতা করবে এবং নানাবিধ অত্যাচার চালাবে। এমতাবস্থায় হকপন্থীকে হক-এর উপরে দৃঢ় থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই হক থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এজন্য লোকমান হাকীম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত' *(লোকমান ৩১/১৭)*।

হক-এর অনুসারী বেলাল, খাব্বাব, খোবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার প্রমুখ সত্যসেবীগণ ছবর ও দৃঢ়তার যে অতুলনীয় নমুনা রেখে গেছেন, যুগে যুগে তা সকল হকপন্থীর জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। ইয়াসির পরিবারের উপরে

অমানুষিক নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথাহত রাসূল (ছাঃ) সেদিন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرْ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ 'ছবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হল জান্নাত' *(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩২০; হাকেম হা/৫৬৪৬; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৪৭০)*।

ছবরকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا- مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيْرًا 'আর তাদের ছবরের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন'। 'তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত কোনটাই দেখবে না' *(দাহর ৭৬/১২-১৩)*। তিনি আরো বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। 'যাদের উপর কোন বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

ছুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। তাই হকের পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে কোন বিপদাপদ আসলে বিচলিত হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করে সঠিক পথে দাওয়াত দিতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

ডান-বামের ব্যবহার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(শেষ কিস্তি)

বাম হাতে-পায়ে বা বাম দিক থেকে করণীয় কাজসমূহ :

১. বাম পা আগে দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা : টয়লেট অপবিত্র স্থান। সেখানে শয়তান মানুষের অনিষ্ট করার চেষ্টা করে। এজন্য টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিতে হয় এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়।

২. টয়লেট শেষে পানি বা ঢিলা বাম হাতে ব্যবহার করা : হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাবের সময় গোপনাঙ্গ ডান হাতে না ধরে ও ডান হাতে ইস্তেঞ্জা না করে এবং পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে' *(মুসলিম হা/৫০১)*।

৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দেওয়া : মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম স্থান। এখানে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বান্দা সিজদা করে। ছালাতে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন হয়। এজন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করতে হয়, যাতে ডান পা বেশিক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকে।

৪. অপবিত্রতা দূর করতে বাম হাত ব্যবহার করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ময়লা-আবর্জনা ও অপবিত্রতা দূর করতে বাম হাত ব্যবহার করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তাঁর চেহারা ও দুই হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর সারা দেহে পানি ঢাললেন ও একটু সরে গিয়ে দুইপা ধুয়ে নিলেন' *(বুখারী হা/২৫৭)*।

৫. জামা, জুতা, মোজা ইত্যাদি বাম দিক থেকে খোলা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন আগে ডান পায়ে পরবে। আর যখন খুলবে, তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে। আর হয় দু'টি জুতাই পরবে অথবা দু'টি জুতাই খুলে রাখবে' *(মুসলিম হা/৫৩৮৮)*। অর্থাৎ এক পায়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় চলাফেরা করবে না।

৬. বাম হাতে নাক ঝাড়া : হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ওযূর পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং বাম হাতে নাক ঝাড়লেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। অতঃপর বললেন, এটাই হল আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর ওযূ' *(নাসাঈ হা/৯১)*।

৭. ওযূর সময় বাম হাতের আঙুল দ্বারা পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করা : হযরত মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি ওযূ করতেন, তখন পায়ের আঙুলসমূহ (বাম হাতের) কনিষ্ঠ আঙুল দ্বারা খিলাল করতেন' *(আবুদাঊদ হা/১৪৮)*।

৮. স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে বাম দিকে থুথু ফেলা : আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ ও ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর মন্দ ও দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব তোমাদের কেউ যখন মন্দ স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, সে যেন তার বাম দিকে থুথু ফেলে এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে এটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩২৯২)*।

৯. ছালাতের মধ্যে প্রয়োজনে বাম দিকে থুথু ফেলা : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে থুথু দেখলেন। এটা তাঁর নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠল। অতঃপর তিনি উঠে গেলেন এবং হাত দিয়ে তা মুছে দিলেন। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন তার রবের সাথে কথা বলে। অথবা বললেন, তার ও ক্বিবলার মাঝে তার প্রভু থাকেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন পায়ের নিচে অথবা বাম দিকে তা ফেলে'। অতঃপর চাদরের আঁচল নিয়ে তিনি তাতে থুথু ফেললেন। তারপর চাদরের এক অংশ অন্য অংশের সাথে ঘষলেন এবং বললেন, 'অথবা এমন করে' *(বুখারী হা/৪০৫)*।

১০. বাম হাতে আংটি পরিধান করা : হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই আঙুলে আংটি ছিল। এরপর তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের দিকে ইশারা করেন *(মুসলিম হা/৫৩৮২)*। জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন, হাসান ও হুসায়েন (রাঃ) বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন *(শামায়েলে তিরমিযী হা/৭৯)*। ডান হাতে আংটি পরলে তাতে খাদ্যকণা আটকে থাকলে সমস্যা হতে পারে। এজন্য নারী-পুরুষ যারা আংটি পরিধান করবে, সকলে বাম হাতে পরিধান করা উচিত। উল্লেখ্য যে, কোন পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা উচিত নয়।

১১. বাম দিকে কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করা : হজ্জ ও ওমরাহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফ। যেটা ছাড়া হজ্জ সম্পন্ন হয় না। এই ত্বাওয়াফ শুরু হয় কা'বার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত হাজারে আসওয়াদ বরাবর সবুজ বাতির নীচ থেকে। ত্বাওয়াফকালীন সময়ে কা'বা ঘর সর্বদা ত্বাওয়াফকারীর বাম পাশে থাকে।

সকল ভালো কাজ ডান থেকে বামে করতে বলা হলেও কা'বা প্রদক্ষিণ বাম থেকে ডানে করতে হয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি প্রকৃতির সবকিছু এমনকি দেহের রক্ত প্রবাহ বাম থেকে ডানে আবর্তিত হয়। আল্লাহ্র গৃহের ত্বাওয়াফ কালে তাই পুরো প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি ও তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করি। তাই এটি ফিৎরাত বা স্বভাবধর্ম অনুযায়ী করা হয়। যার উপরে অল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন *(রূম ৩০/৩০)*। এছাড়া মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকের বাম দিকে থাকে। কা'বাকে বামে রেখে ডানে প্রদক্ষিণের ফলে কা'বার প্রতি হৃদয়ের অধিক আকর্ষণ ও নৈকট্য অনুভূত হয়, যা স্বভাবধর্মের অনুকূলে।

উল্লিখিত কাজ ছাড়াও যে কোন অপছন্দনীয়, অপবিত্র ও কষ্টদায়ক কাজ বাম হাতে করতে হবে।

কিছু সতর্কতা :

১. আমরা অনেক সময় দু'টি জিনিস একসাথে খাওয়ার সময় দুই হাতে খাই, যা উচিত নয়। যেমন এক হাতে কলা ও বাম হাতে রুটি খাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে হাত পরিবর্তন করে দু'টিই ডান হাতে খেতে হবে।

২. আমরা কোন সহজ কাজের ক্ষেত্রে বলে থাকি, 'এতো আমার বাম হাতের খেল'। এভাবে অহংকার করে কোন কাজ বাম হাতে করা উচিত নয়। বরং সকল ভালো কাজ ডান হাতে করতে হবে।

৩. আমরা মসজিদে ডান পায়ে প্রবেশের জন্য অসতর্কতার কারণে অনেক সময় ডান পায়ের জুতা আগে খুলে ফেলি। আবার বের হবার সময় বাম পা আগে বের করার কারণে আগে বাম পায়ের জুতা পরে নিই। এসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

৪. কারো সাথে মুছাফাহার ক্ষেত্রে দুই হাত দেওয়া যাবে না। কেবল ডান হাত দিতে হবে। আবার মু'আনাকা বা কোলাকুলির সময় এক জনের ডান কাঁধ অপরজনের বাম কাঁধে মিলায়, যা সঠিক নয়। বরং পরস্পরের ডান কাঁধ একসাথে মিলিত হবে ও পরস্পরের বাম কাঁধদ্বয় একসাথে মিলিত হবে।

৫. আমরা অনেক সময় দু'টি কাজ একসাথে করি। এ সময় একটি কাজ অসাবধানতা বশত বাম হাতে করি। যেমন আমরা হয়ত ডান হাতে লিখছি। এমন সময় কেউ কোন কিছু চাইলে আমরা কখনো কখনো বাম হাতে প্রদান করি। কিন্তু আমাদের উচিত লেখা থামিয়ে জিনিসটা দিয়ে পুনরায় লেখা। আর তাড়াহুড়ার জন্য দু'টি কাজ একসাথে করা উচিত নয়।

উপসংহার : আল্লাহ আমাদের শরীরকে ডান ও বাম পাশে ভাগ করে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে দুই পাশের কাজ পৃথক করে দিয়েছেন। এগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার কারণে গযব আসতে পারে। হযরত ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বাম হাতে খাদ্য গ্রহণ করছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার ডান হাতে খাও'। সে বলল, আমি পারব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি যেন না পার'। শুধুমাত্র অহংকার তাকে নিষেধ করেছে। সালামাহ (রাঃ) বলেন, সে আর কখনও তার ডান হাত মুখের নিকট উঠাতে পারেনি *(মুসলিম হা/৫১৬৩)*। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন ওযরবশত একহাতের কাজ অন্য হাতে করা যায়। কারণ আল্লাহ বান্দার উপর দ্বীনকে কঠিন করেননি। বরং সহজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ডান ও বাম হাত-পায়ের সঠিক ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

কা'বা ঘর

জাহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর।

কা'বা মুসলামানদের ক্বিবলা। সারা বিশ্বের মুসলিমরা এদিকে ফিরে ছালাত আদায় করে। কিন্তু অনেকেই জানেনা যে, এর ভিতরেও ছালাত আদায় করা যায়।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর সওয়ারীর পিঠে নিজের পিছনে ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ)-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলাল (রাঃ) এবং চাবি রক্ষণকারী ওছমান ইবনু ত্বালহা (রাঃ)। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদের পাশে উটটিকে বসালেন এবং চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। অতঃপর ওছমান ইবনু ত্বালহা (রাঃ) কা'বা ঘর খুলে দিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) ভিতরে প্রবেশ করলেন। এসময় ওসামা, বেলাল ও ওছমান (রাঃ) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। তিনি দিনের দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়ে আসল। সকলের আগে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বেলাল (রাঃ)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন স্থানে ছালাত আদায় করেছেন? তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের স্থানটি ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন? *(বুখারী হা/২৯৮৮)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কা'বার মধ্যবর্তী দুই স্তম্ভের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হয়ে কা'বার সামনে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন *(নাসাঈ হা/২৯০৮)*।

শিক্ষা :

১. কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ ও ছালাত আদায় করা যায়।

২. কা'বার ভিতরে যে কোন স্থানে ছালাত আদায় করা যায়। তবে মধ্যবর্তী দুই স্তম্ভের মাঝে ছালাত আদায় করা উত্তম।

৩. কা'বাসহ সকল মসজিদের দরজা প্রয়োজনে তালাবদ্ধ করা যায়।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

২৬। প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্য দো'আ :

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। সুবহানাল্ল-হি ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই আর কোন শক্তিও নেই' *(বুখারী হা/১১৫৪)*।

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে উক্ত দো'আ পাঠ করে সে যে দো'আ করবে তা কবুল হয়। যে ওযূ করে ছালাত পড়ে আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন' *(বুখারী হা/১১৫৪)*।

২৭। গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক্ব চেয়ে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা-যিক্রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি' *(আহমাদ হা/২২১৭২)*।

প্রত্যেক ছালাতের পর উক্ত দো'আটি পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে অছিয়ত করেন *(আহমাদ হা/২২১৭২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৮১-৮২)।

বৃষ্টির সকালে

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সকাল থেকে শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া বইছে। তাহমীদ মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে বারান্দায় বসে আছে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। তার আব্বু আফযাল হোসাইনও অফিসের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন চৌকির উপরে।

তাহমীদ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। লেখাপড়ায় খুব ভালো তা বলা যাবে না, মোটামুটি। তবে ওর একটা ভালো গুণ হল সে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। গত বছর প্রচণ্ড জ্বরের কারণে মাত্র একদিন মাদ্রাসায় যেতে পারেনি সে। এই নিয়মানুবর্তিতার কারণে শিক্ষকরাও ওকে পসন্দ করেন। কিন্তু আজ আর যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর তাহমীদ আব্বুর কাছে গিয়ে বলল, আব্বু সেদিন তো বলেছিলে আল্লাহ সবকিছু আমাদের ভালোর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আফযাল ছাহেব বললেন, হ্যাঁ। তাহমীদ বলল, তাহলে আল্লাহ কেন বৃষ্টি দেন? আমি মাদ্রাসায় যেতে পারছিনা, তুমি অফিসে যেতে পারছ না। এটা কি ভালো হচ্ছে? আফযাল ছাহেব বললেন, বৃষ্টি আল্লাহ্‌র অনেক বড় নে'মত। বৃষ্টির পানি সব কিছু সজীব রাখে। বৃষ্টির পানি পান করে আম, জাম, কাঁঠাল, আপেল, আংগুর, খেজুর ইত্যাদি ফলসমূহ মিষ্টি ও সুস্বাদু হয়। বৃষ্টি না হলে মানুষ খাদ্যের অভাবে পড়বে। পানি ছাড়া পশু-পাখিও বেঁচে থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর তিনিই, যিনি তাঁর রহমতের প্রাক্কালে

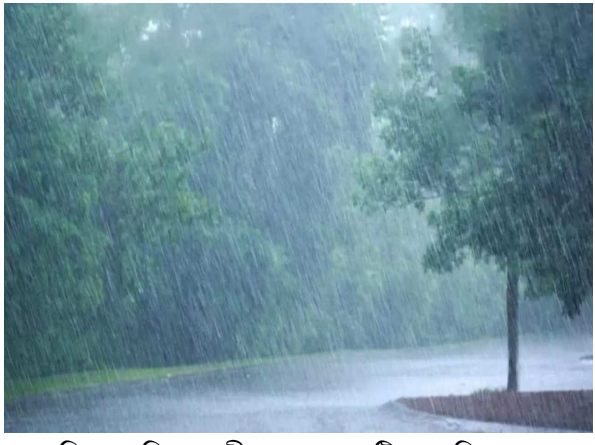

সুসংবাদসরূপ বায়ু পাঠিয়েছেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি। যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-খণ্ডকে জীবিত করি এবং আমি যে সকল জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তার মধ্য হতে অনেককে তা পান করাই। আর আমি তা তাদের মধ্যে বণ্টন করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; তারপর অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে' *(ফুরক্বান ২৫/৪৮-৫০)*। তাই আমাদের আল্লাহ্র প্রশংসা করা উচিত।

বাবার উত্তরে তাহমীদ সন্তুষ্ট হতে পারল না। আবার প্রশ্ন করল, ঝড়-বৃষ্টিতে পানিতে অনেকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ঘর-বাড়ি ডুবে যায়, এটাও কি কল্যাণ? আব্বু তাকে বললেন, এটা আল্লাহ্র পরীক্ষা। তোমাদের স্কুলে যেমন পরীক্ষা হয়। আর ভালো ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হয়, আল্লাহ তেমন বিপদ-রোগ-ভয় এসব দিয়ে ভালো বান্দাদের পরীক্ষা করেন। আর উত্তম বান্দাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ বলেছেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যখন তাদেরকে বিপদ আক্রান্ত করে, তখন বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*। তাই আমাদের কোন ক্ষতি হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলে আমরাও পুরস্কার লাভ করব।

তাহমীদ বলল, তাহলে বৃষ্টির কল্যাণকর পানিতে একটু গোসল করি। তারপর ব্যাগ রেখে নেমে গেল বাড়ির উঠানে। মুষলধারে বৃষ্টিতে ভেজা যেন এক অন্য রকম আনন্দ!

শিক্ষা :

১. আল্লাহ সব কিছু করেন বান্দার কল্যাণ ও পরীক্ষার জন্য।

২. কোন কল্যাণ লাভ করলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

৩. আল্লাহ যাকে পসন্দ করেন তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন।

অবহেলা

আব্দুল আলীম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

শরীফ আহমাদ একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাড়িতে তার তেমন কোন কাজ নেই। খাওয়া দাওয়া আর ঘুম ছাড়া বাকী সময় কাটে মোবাইলে। সংসারের সব কাজ প্রায় একা হাতে সামলান স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন। দুই ছেলেকে নিয়ে তারা থাকেন সিলেট শহরে। বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বরাবরের মত প্রথম হয়ে এবার অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। সারাদিন স্কুল, প্রাইভেট আর পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। আর ছোট ছেলে ছিয়ামের বয়স কেবল চার বছর পূর্ণ হল। ঘর ভর্তি নানা আকৃতির খেলনা নিয়েই তার দিন কাটে। নিজের খেলনার বাইরে ভাইয়ের ঘড়ি, কলমদানি, ক্যালকুলেটর, স্কেল, বাবার রিভলবার, চাবির রিং, খালি বোতল সবই তার খেলার উপকরণ।

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে ফিরলেন শরীফ আহমাদ। আব্দুল্লাহ তখনও প্রাইভেট থেকে ফেরেনি। সে সাধারণত সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরে। সুমাইয়া খাতুন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। আর চারপাশে খেলনা সাজিয়ে ঘরের মেঝেতে খেলা করছে ছিয়াম। শরীফ আহমাদ ঘরে ঢুকে ছিয়ামকে একটু আদর করে জামা-কাপড় খুলে বিছানায় বসলেন। সুমাইয়া খাতুন এসে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিয়ে জামা-কাপড়গুলো গুছিয়ে রেখে গেলেন। পানিটা ঢকঢক করে খেয়ে শরীফ আহমাদ মোবাইল হাতে নিলেন। গেমস খেলতে খেলতে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

শরীফ আহমাদের একটা খারাপ স্বভাব হল, মোবাইলে গেমস খেলার সময় তার কোন দিকে খেয়াল থাকে না। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলেও আব্দুল্লাহ এখনো বাড়ি ফেরেনি। সুমাইয়া খাতুন রান্না ঘরে কাজের সাথে সাথে তাই একটানা বকে চলেছেন। কিন্তু সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। এদিকে ছিয়াম খেলতে খেলতে একের পর এক খেলনা আর ঘরের জিনিস-পত্র ভাঙছে। কিন্তু তিনি যেন কিছুই দেখছেন না। ছিয়াম টেবিলের উপর থেকে শরীফ আহমাদের

চশমাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একবার চোখে দিল। তারপর সেটা ফেলে পাশে থাকা রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়েছে। খেলার সময় ঘরের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই তার কাছে খেলনা মনে হয়।

শরীফ আহমাদ রিভলবার বাড়িতে তেমন নিয়ে আসেন না। মাঝে-মধ্যে নিয়ে আসলেও সেটা রাখা হয় আলমারির উপর, যাতে ছিয়াম নাগাল না পায়। কিন্তু আজ তিনি নিয়ে এসেছেন সেটা সুমাইয়া খাতুন লক্ষ্য করেনি। তাই টেবিলের উপর পড়ে আছে। ছিয়ামের একই রকম একটা খেলনা বন্দুক আছে। এজন্য এটা তার কাছে বিশেষ কিছু মনে হয়নি। ছিয়াম বন্দুকটা হাতে নিয়ে দেখার সময় একবার পড়েও গেল। তবু কেউ খেয়াল করল না। ফলে সে আবার হাতে তুলে নিল। কিছুক্ষণ পর একটা গুলির শব্দে হুশ ফিরল শরীফ আহমাদের। সুমাইয়াও ছুটে এসেছে রান্নাঘর থেকে। ততক্ষণে শরীফ আহমাদের মাথা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

একটু পর আব্দুল্লাহ প্রাইভেট থেকে ফিরে কলিংবেল বাজাল। তার সাথে ঘরে প্রবেশ করল তাদের প্রতিবেশীরা। কিছুক্ষণ পর শরীফ আহমাদের সহকর্মী আর আত্মীয়-স্বজনরাও আসতে শুরু করলেন। প্রায় সবাই চিৎকার ও কান্নাকাটি করছে। কিন্তু ঘর ভর্তি মানুষের মধ্যে কেবল শরীফ আহমাদের আত্মাটাই অনুপস্থিত।

শিক্ষা :

১. গেমস বা মোবাইলে আসক্তি অকল্যাণ ছাড়া কিছুই নিয়ে আসেনা। বরং এগুলোর পরিবর্তে পরিবারের সদস্যদের সময় দেওয়া উচিত।

২. অস্ত্র-শস্ত্র বা অনুরূপ বিপজ্জনক জিনিস শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

৩. শিশুদের চলাফেরা ও কাজ-কর্ম নযরে রাখতে হয়। অন্যথায় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

কবিতা গুচ্ছ

ইসলামের জয়

জাবের আহমাদ জিহাদ
ইসলামপুর, জামালপুর।

অন্যায় যুলুম যতই আসুক
ভয় করিনা কিছু
আমরা মুসলিম বীরের জাতি
হটব নাকো পিছু।
সত্য কথা বলব সদা
যদিও হয় জেল
ঈমান নিয়ে চলব সামনে
নাহি কারো বেল।
দ্বীন কায়েমে নামব মাঠে
যাব নাহি সরি
মুসলিম আমরা বীরের জাতি
কাউকে নাহি ডরি।
যতই আসুক যুলুম কভু
পাব না কেউ ভয়
যুলুমকারী ধ্বংস হবে
মোদের হবে জয়।

বেলা থাকতে

আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ,
ইসলামপুর, জামালপুর।

বেলা থাকতে এসেছি হাটে
কিনতে কিছু ভালো
সত্য পথ ধরে থাকলে
জীবন হয় আলো।
বেলা থাকতে করব আমি
আখেরাতের কাজ,
আমল ছাড়া পরপারের
নেইতো কোনো সাজ।
বেলা থাকতে কালেমা মুখে
তৈরি হলাম আমি,
দ্বীনের চেয়ে কিছুই নয়
এই জগতে দামী।
দিনের শেষে ভাবছি বসে
না করি আর হেলা,
হেদায়াতের পথটি ধরে
কাটাব শেষ বেলা।
বেলা শেষে মরণ কালে
বাঁশের দোলা চেপে,
যাব যখন কবর ঘাটে
হিসাব নিবে মেপে।

পাশের বাড়ি

কায়ছার আলম

আজকে মাগো পাশের বাড়ি
হয়নি কিছু রান্না।
খেলতে গিয়ে শুনতে পেলাম
তাদের করুণ কান্না।
সারাটা দিন না খেয়ে সব
ক্ষুধার জ্বালায় মরে।
খাবার মতো এমন কিছু
নেই যে তাদের ঘরে।
আমরা তো মা খেয়ে-দেয়ে
আছি অনেক সুখে
দাওনা মাগো খাবারটা আজ
অনাহারীর মুখে॥

কা'বার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুহাম্মাদ ইস্রাফীল
গোপাল নগর, কুমিল্লা।

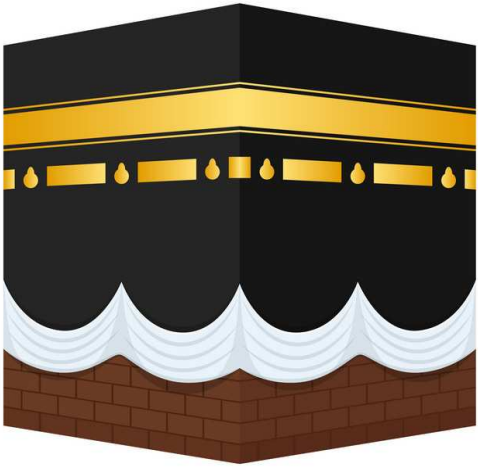

পবিত্র কা'বা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ঘর ও আল্লাহ্র জীবন্ত নিদর্শন। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে শিরকমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের উপর। আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যই ছিল যার মূলভিত্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না' *(হজ্জ ২২/২৬)*।

পবিত্র কা'বা ঘরের যেমন রয়েছে গৌরবোজ্জল ইতিহাস ও ঐতিহ্য তেমনই এর কাঠামো আর গঠনশৈলীতেও আছে বৈচিত্র্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কা'বার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানব ইনশাআল্লাহ।

কা'বার নামকরণ : পবিত্র কা'বার নামকরণ নিয়ে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ অভিধান অনুযায়ী কা'বা শব্দের অর্থ ঘনক্ষেত্র অর্থাৎ চতুর্দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। কা'বার আকৃতি চার কোণা বিশিষ্ট হওয়ায় এই নামকরণ করা হয়েছে। আবার কারো মতে, আরবীতে উঁচু ঘরকে কা'বা বলা হয়। এই ঘরটি তুলনামূলক উঁচু হওয়ায় এর নাম দেওয়া হয়েছে কা'বা।

কা'বার অবস্থান ও অবকাঠামো : পবিত্র কা'বা ঘর সঊদী আরবের মক্কা নগরীর মসজিদে হারামের মাঝখানে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কা'বাকে ঘিরেই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। ভৌগলিকভাবে এটাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলা যায়। যার

বরাবর আসমানে ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহ বায়তুল মা'মূর অবস্থিত, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাযার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। যারা একবার প্রবেশ করে তারা পুনরায় প্রবেশের সুযোগ পায় না।

কুরায়েশ নির্মিত চতুর্ভুজ আকৃতির বর্তমান কা'বার দেওয়ালের উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়াল দশ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়াল বারো মিটার করে প্রশস্ত। ৬টি খাম্বার উপরে নির্মিত ছাদ। কা'বার ছাদে ১২৭ সে.মি লম্বা এবং ১০৪ সে.মি প্রস্থের একটি ভেন্টিলেটর রয়েছে, যা দিয়ে ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। মাত্বাফ থেকে দেড় মিটার উচ্চতায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'রুকনে ইয়ামানী' অবস্থিত। কা'বার ভিতরের দেওয়ালগুলো সবুজ ভেলভেটের পর্দা দিয়ে আবৃত। এই পর্দাগুলো প্রতি তিন বছর পর পর পবির্তন করা হয়। এর বর্তমান দরজাটি ২৮০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বাদশাহ খালেদের উপহার। দরজার নীচের চৌকাঠ ২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত (*আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ.* ৬২)। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল, হাত্বীমকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল ভিতের উপর কা'বাগৃহ নির্মাণ করা, যা মাটি সমান হবে। যার দু'টি দরজা থাকবে। পূর্ব দরজা দিয়ে মুছল্লী প্রবেশ করবে ও ছালাত শেষে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে'।

কা'বার বাইরের দেওয়ালে জড়িয়ে থাকা গিলাফটি প্রায় ৭০০ কেজি প্রাকৃতিক রেশম দ্বারা তৈরি এই গিলাফের উপরে সোনালী ও রুপালী সুতা দিয়ে কালেমায়ে শাহাদত, আল্লাহ্র গুণবাচক নাম এবং কুরআনুল কারীমের আয়াতের ক্যালিগ্রাফ করা হয়। এযাবৎ হজ্জের মৌসুমে ৯ই যিলহজ্জ দেশটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এর পুরাতন গিলাফ পরিবর্তন করে নতুন গিলাফ পরানো হত। কিন্তু এবছর কর্তৃপক্ষ হিজরী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বছরের শুরুতে অর্থাৎ ১লা মুহাররম এটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

কা'বা নির্মাণ : বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) জিব্রীলের ইঙ্গিতে পুনর্নির্মাণ করেন। আদম (আঃ) এর পর ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূল বিভিন্ন সময় এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। নূহ (আঃ)-এর তূফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ্র হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইব্রাহীম (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 'আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাকসাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর জন্য। *(হজ্জ ২২/২৬)*। এই নির্মাণকালে ইব্রাহীম (আঃ) কেন'আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল। ইসমাঈল (আঃ)ও তখন বড় হয়েছেন। অতঃপর পিতা-পুত্র মিলেই কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারপর থেকে এখন পর্যন্ত কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন।

ইসলাম পূর্ব সংস্কার : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরায়েশ নেতাগণ কা'বাগৃহ ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর হাতে গড়া এই পবিত্র গৃহ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজে সকলে অংশীদার হতে চায়।

ইব্রাহীমী যুগ থেকেই কা'বাগৃহ ৯ হাত উঁচু চার দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর ছিল, যার কোন ছাদ ছিল না। কা'বা অর্থই হল চতুর্দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। চার পাশের উঁচু পাহাড় থেকে নামা বৃষ্টির স্রোতের আঘাতে কা'বার দেওয়াল ভঙ্গুর হয়ে

পড়েছিল। তাছাড়া সে বছরের তীব্র বন্যায় কা'বা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটে, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি এবং যা কা'বা পুনর্নির্মাণে প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছু চোর দেওয়াল টপকে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং সেখানে রক্ষিত মূল্যবান মালামাল ও অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে স্থির করেন যে, এর নির্মাণ কাজে কারো কোনরূপ হারাম মাল ব্যয় করা হবে না। তারা বলেন, 'হে কুরায়েশগণ! তোমরা এর নির্মাণ কাজে তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর। এর মধ্যে ব্যভিচারের অর্থ, সূদের অর্থ, কারো প্রতি যুলুমের অর্থ মিশ্রিত করোনা' *(ইবনু হিশাম ১/১৯৪)*। অতঃপর কোন কোন গোত্র মিলে কোন পাশের দেওয়াল নির্মাণ করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে ছাদ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু কে আগে দেওয়াল ভাঙ্গার সূচনা করবে? অবশেষে অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী সাহস করে প্রথমে ভাঙ্গা শুরু করেন। তারপর সকলে মিলে দেওয়াল ভাঙ্গা শেষ করে ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থাপিত ভিত পর্যন্ত গিয়ে ভাঙ্গা বন্ধ করে দেন। অতঃপর সেখান থেকে নতুনভাবে সর্বোত্তম পাথর দিয়ে 'বাকূম' (باقوم بنّاء رومى) নামক জনৈক রোমক কারিগরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য শুরু হয় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৯)*।

কা'বাগৃহ নির্মাণের এক পর্যায়ে উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের কমতি থাকায় কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মূল ভিতের ঐ অংশের প্রায় সাত হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। যা হাত্বীম (اَلْحَطِيم) বা পরিত্যক্ত নামে আজও ঐভাবে আছে। সেকারণ হাতীমের বাহির দিয়েই ত্বাওয়াফ করতে হয়, ভিতর দিয়ে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পরে ঐ অংশটুকু কা'বার মধ্যে শামিল করে মূল ইব্রাহীমী ভিতের উপর কা'বা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নওমুসলিম কুরায়েশরা সেটা মেনে নিবে না ভেবে বিরত থাকেন' *(বুখারী হা/১৫৮৬)*।

রাসূল (ছাঃ) পরবর্তী সংস্কার : রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল, হাত্বীমকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল ভিতের উপর কা'বাগৃহ নির্মাণ করা, যা মাটি সমান হবে। যার দু'টি দরজা থাকবে। পূর্ব দরজা দিয়ে মুছল্লী প্রবেশ করবে ও ছালাত শেষে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে' *(বুখারী হা/১২৬)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) তার খালা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বা গৃহ ভেঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হলে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। যা আজও রয়েছে।

আব্বাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) তাদের বলেন, لاَ تَجْعَلْ كَعْبَةَ اللهِ مَلْعَبَةً لِلْمُلُوْكِ 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না'। ফলে কা'বা গৃহ ঐ অবস্থায় রয়ে যায়। ইব্রাহীমী ভিতে আজও ফিরে আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়নি।

উপসংহার : পবিত্র কা'বা হল আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ তা'আলাই তার হেফাযত করেন, যাতে তাঁর মুমিন বান্দারা ত্বাওয়াফ ও ছালাত আদায় করতে পারে। কোন কাফের মুশরিক একে ধ্বংস করার চেষ্টা করলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। তবে মনে রাখতে যে, মুসলিমরা কা'বার ইবাদত করে না বরং এক আল্লাহ্র ইবাদত করে। কা'বা তাদের ক্বিবলা মাত্র। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কা'বার পবিত্রতা ও তার মর্যাদা অনুধাবনের পাশাপাশি শিরকমুক্ত ইবাদত করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

একটু খানি হাসি

দ্বীপ

আব্দুল্লাহ, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(ভূগোল ক্লাস চলছে...)

শিক্ষক : বলো তো খালিদ, দ্বীপ কাকে বলে?

ছাত্র : স্যার, এক দিক বাদে সব দিকে পানিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলে।

শিক্ষক : কেন, এক দিক বাদ কেন?

ছাত্র : উপরের দিকে তো কখনো পানি থাকে না। উপরের দিকে পানি থাকলে তো নদী বা সাগর হয়ে যাবে।

শিক্ষা :

১. উপর-নিচসহ দিক সর্বমোট দশটি হলেও ভূগোলের আলোচনায় দিক চারটি।

২. প্রশ্নের ধরন ও চাহিদা বুঝে উত্তর দেওয়া উচিত।

প্রশংসা

মাহফূয, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমান : মা! আজকে এক ব্যক্তি আমার অনেক প্রশংসা করেছেন।

মা : কী প্রশংসা করলেন?

আমান : আমরা নদীর পাড়ে বালুতে হাত দিয়ে আমাদের নাম লিখছিলাম। আমি লিখছিলাম পানির সবচেয়ে কাছে। কিন্তু পানি এসে বারবার মুছে যাচ্ছিল। তখন একজন এসে আমাদের বললেন, তোমরা একদল আস্ত গাধা, আর তার মধ্যে আমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় গাধা।

শিক্ষা :

১. বড় বা ছোট হওয়া ভালো-মন্দের মাপকাঠি নয়।

২. কথার সঠিক অর্থ বুঝে মন্তব্য করা উচিত।

কলমের কালি

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একবার এক বন্ধু একটি লাল কালির কলম দেখিয়ে বলেছিল, আমি এই লাল কলম দিয়ে কালো লিখতে পারি, তুই পারবি? তখন বয়স কম হলেও জেদ ছিল অনেক বেশি। কারো কাছে কোন বিষয়ে হেরে যাওয়াকে বিরাট অপমান মনে করতাম। শুরু হল গভীর চিন্তা আর নিরন্তর প্রচেষ্টা। কিন্তু এক সপ্তাহ পরও যখন কিছু বের করতে পারলাম না, তখন হাল ছেড়ে দিলাম। আমি ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার পর বন্ধু বলল, দেখ আমি করে দেখাচ্ছি। অতঃপর সে একটি লাল কলম দিয়ে 'কালো' শব্দটি বানান করে লিখল। অর্থাৎ কালো শব্দটি লাল রঙে লেখা। আসলে এটি একটি ধাঁধা মাত্র, যা তোমরাও অনেকে জানো।

এখন চিন্তা কর তো, যদি সত্যি লাল কালির কলমে কখনো কালো রঙের লেখা পাওয়া যায়! একথা শুনে অনেকেই হাসতে পার। বলতে পার তাই কি কখনো হয়? যতসব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, এটা আসলেই হয়। চাইলে তুমিও পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা খুব সাধারণ বিষয়। এটা প্রমাণের জন্য আহামরি কোন যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন নেই। তোমরা ঘরে বসেই এই পরীক্ষা করতে পার। শুধু গাঢ় নীল অথবা গাঢ় সবুজ রঙের একটা কাগজ আর একটা লাল কালির কলম লাগবে। এবার ওই কলম দিয়ে নীল কিংবা সবুজ রঙের কাগজের ওপর লিখ। কী দেখছ? লেখা কি লাল রঙের না কালো রঙের? কাগজটি হালকা রঙের না হলে উত্তর হবে 'কালো'। এভাবে গাঢ় লাল কাগজ নিয়ে তার ওপর নীল কিংবা সবুজ কালির কলম দিয়ে লিখলেও কালো রঙের লেখা হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন হয়? আসলে রঙধনুর যে সাতটা রঙ (যেগুলোকে একত্রে বেনীআসহকলা বলা হয়), এর সবগুলো মৌলিক নয়। মৌলিক রঙ মাত্র তিনটি। লাল, নীল ও সবুজ। এই তিনটি রঙের যোগ বিয়োগ করেই মূলত অন্য রঙগুলো পাওয়া যায়। যেমন লাল রঙের আলোর ওপর সবুজ রঙের আলো ফেললে হলুদ রঙ তৈরি হবে। তেমনি সবুজ আর নীল মেশালে তৈরি হবে সায়ান। আর লাল, নীল ও সবুজ তিন রঙের মিশ্রণ করলে তৈরি হবে সাদা রঙ। তেমনি সবুজ কিংবা নীলের সাথে লাল রঙ মেশালে কালো রং পাওয়া যায়। এটাই রঙের বৈজ্ঞানিক রহস্য।

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা কাফেরূন)

১. কাফেরূন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : অবিশ্বাসীগণ।

২. সূরা কাফেরূন কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৯তম।

৩. সূরা কাফেরূনে কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৬টি।

৪. সূরা কাফেরূনে কতটি শব্দ আছে?

উত্তর : ২৭টি।

৫. সূরা কাফেরূনে কতটি বর্ণ আছে?

উত্তর : ৯৫টি।

৬. সূরা কাফেরূন কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা মা'ঊন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি মাক্কী সূরা।

৭. কোন সূরা পাঠকে এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান বলা হয়েছে?

উত্তর : সূরা কাফেরূন।

৮. কোন সূরা শিরক মুক্তির সূরা?

উত্তর : সূরা কাফেরূন।

৯. সূরা কাফেরূনের আর কী কী নাম রয়েছে?

উত্তর : সূরাটির অন্য নাম হল 'মুনাবিযাহ' (المنابذة) 'শিরক নিক্ষেপকারী', 'মুক্বাশক্বিশাহ' (المقشقشة) 'ময়লা ছাফকারী' ও 'ইখলাছ' (الإخلاص) 'বিশুদ্ধ করা'।

রহস্যময় অগ্নিকুণ্ড

আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ মানুষকে বিভিন্নভাবে তাঁর নে'মত প্রদান করেন। প্রতিনিয়ত মাটির উপরে গাছ-পালা, পশু-পাখি, পানির মধ্যে বিভিন্ন প্রাণি যেমন রূযী প্রদান করেন, তেমনি মাটির নিচেও জমা রেখেছেন গ্যাস, তেল, কয়লার মত মূল্যবান সম্পদ। মানুষ সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেসবের সন্ধান লাভ করছে ও উত্তোলন করে ব্যবহার করছে। তেমনই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এক এলাকা হচ্ছে তুর্কমেনিস্তানের দরওয়াজা বা দারউয়িজি অঞ্চল।

১৯৭১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ এই এলাকায় অনুসন্ধানের সময় একটি ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। কারাকুম মরুভূমিতে অবস্থিত এই ক্ষেত্রকে প্রথমে তারা একটি তেল ক্ষেত্র বলে ধারণা করেছিল। তাই ড্রিলিং মেশিন দিয়ে তেল সংগ্রহের জন্য সেখানে ক্যাম্প করা হয়। কিন্তু পরে তারা সেখান থেকে তেলের পরিবর্তে বিষাক্ত গ্যাস বের হতে দেখে। তখন তারা গ্যাস সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

অনুসন্ধানের শুরুতে গ্যাসবহুল গুহার মধ্যে হালকা স্পর্শ করতেই পুরো ড্রিলিং রিগসহ মাটি ধসে পড়ে এক বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। মূলত মাটির প্রাথমিক স্তরের নিচের পুরোটা ফাঁকা থাকায় মাটি এভাবে ধসে পড়ে। তারপর তারা আবিষ্কার করেন ৬৯ মিটার (২২৬ ফুট) দীর্ঘ ও ৩০ মিটার (৯৮ ফটু) গভীর এই গর্ত থেকে এক প্রকার গ্যাস বের হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে গবেষণায় গবেষকরা নিশ্চিত হন, এটি বিষাক্ত মিথেন গ্যাস। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এই গ্যাস প্রতিরোধ করার জন্য বিজ্ঞানীরা তখন গ্যাস বের হওয়ার মুখটিতে আগুন জ্বালিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যথায় এই গ্যাস বাতাসে মিশে পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের ধারণা ছিল এখানে অল্প পরিমাণ গ্যাস থাকতে পারে। তারা মনে করেন, সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে সব গ্যাস শেষ হয়ে আগুন নিভে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

https://ahlehadeethbd.org/protiva/

কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে এটি বছরের পর বছর জ্বলতে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে গর্তটির ভিতরে একটানা আগুন জ্বলছে। যা প্রমাণ করে, বিজ্ঞান সবসময় চিরসত্য নয়; ধারণা মাত্র। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর বিধানই কেবল অভ্রান্ত সত্য। আল্লাহ চাইলে মাটির নিচে বছরের পর বছর আগুন জ্বালাতে পারেন, চাইলে তীব্র আগুন ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। যার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অগ্নিমুখটি দেখতে প্রতিবছর পর্যটকরা দরওয়াজা শহরে আসেন। ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি পর্যটক স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। ৫৩৫০ বর্গমিটার স্থান জুড়ে থাকা গ্যাসক্ষেত্রেটি এবং আশেপাশের স্থানও বন্য মরুভূমি ক্যাম্পিং-এর জন্য বিখ্যাত। তীব্র তাপের কারণে মানুষ ও পশু-পাখি বেশিক্ষণ এর নিকটে থাকতে পারে না। আগুনের স্থায়িত্ব ও তীব্রতার কারণে একে 'রোড টু হেল' বা জাহান্নামের দরজাও বলা হয়।

একে জাহান্নামের দরজা বলা হলে প্রকৃতপক্ষে এই আগুন জাহান্নামের কঠিন শাস্তির তুলনায় অতি সামান্য। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। তবু এই রহস্যময় আগুন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

সংগঠন পরিক্রমা

আতানারায়ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৪ঠা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন আতানারায়ণপুর আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসাতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ তারেক।

চরঘোষপুর, সদর, পাবনা ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর উপযেলাধীন চরঘোষপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সোহরাব হোসাঈনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল আহাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন আর-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য কেরামত আলী।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ৫ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মোহনপুর থানাধীন আহলেহাদীছ হাফেযিয়া ক্বওমী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম ও আবু তাহের। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুস্তাফীযুর রহমান।

বিরামপুর, দিনাজপুর ১১ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক 'সোনামণি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ও অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ

রায়হানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ আবুল ফযল। অনুষ্ঠান শেষে 'সোনামণি'র ১০টি গুণাবলী সুন্দরভাবে মুখস্থ শুনানোর জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র মুহাম্মাদ মাহিন, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মাদ নাফীস মুর্শেদকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ১৯শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী সংলগ্ন জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও অত্র মারকাযে সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রাক্বীব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ফাহাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

চর চাঁদপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১৯ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কুমারখালী উপযেলাধীন দারু জান্নাতুন নাঈম হাফেযিয়া ও ইয়াতীমখানা মাদ্রাসায় সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ডা. ইকবাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখা পরিচালক শাহাবুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রায়হান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাহাত তানভীর।

নূরপুর, পাবনা ১৯ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর উপযেলাধীন নূরপুর কুরআন শিক্ষা মাদ্রাসায় সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নূরপুর আলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আখতার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রফীকুল ইসলাম।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! আমরা বিগত সংখ্যায় নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট বিশেষ্য সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করে বাক্য গঠন শিখব। প্রতিটি বাক্যে দু'টি প্রধান অংশ থাকে। প্রথমত, বাক্যে যার বিষয়ে কিছু বলা হয়। একে বাংলায় উদ্দেশ্য, আরবীতে مُسْنَدٌ اِلَيْهِ এবং ইংরেজীতে Subject বলে। মনে রাখতে হবে, তিন ভাষাতেই এই অংশটি সব সময় নির্দিষ্ট শব্দ হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেটা বলা হয়। এটাকে বাংলায় বিধেয়, আরবীতে مُسْنَدٌ এবং ইংরেজীতে Predicate বলে। মনে রাখতে হবে, এই অংশটি অধিকাংশ সময় অনির্দিষ্ট শব্দ হয়। তবে কখনো কখনো নির্দিষ্টও হতে পারে।

এত ভাবার কিছু নেই। খুব সহজ। একটা উদাহরণ লক্ষ্য কর তাহলে সব বুঝে যাবে। খালেদ একজন ছাত্র- বাক্যে খালেদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে আর এটি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। এজন্য এখানে খালেদ উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যের প্রথম অংশই উদ্দেশ্য হয়। আর বাক্যের পরবর্তী অংশে খালেদ সম্পর্কে একটি তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এজন্য এখানে 'একজন ছাত্র' অংশটি বিধেয়। এখন নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর।

	আমটি ছোট اَلْمَانْجُوْ صَغِيْرٌ The mango is small.
	মসজিদটি বড় اَلْمَسْجِدُ كَبِيْرٌ The mosque is big.

	ফুলটি সুন্দর اَلزَّهْرَةُ جَمِيْلَةٌ The flower is beautiful.
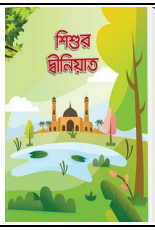	বইটি উপকারী اَلْكِتَابُ مُفِيْدٌ The book is useful.
	মাছটি সুস্বাদু اَلسَّمَكُ لَذِيْذٌ The fish is tasty.

প্রিয় সোনামণিরা! বাক্য গঠনে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ আছে। যে শব্দগুলোর পরে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কোন একটি শব্দ যোগ করলেই বাক্য গঠন হয়ে যায়। বাংলায় এই শব্দগুলোকে সর্বনাম বলে। আরবীতে ضَمِيْر এবং ইংরেজীতে Pronoun বলে। বাংলায় এবং ইংরেজীতে এগুলো ৬টি করে হলেও আরবীতে ১৪টি। যা উদাহরণসহ আলোচনা আগামী সংখ্যায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন, তার দশটি পাপ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়' *(নাসাঈ হা/১২৯৭)*।

শিশুর ত্বকের যত্ন

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

ত্বক যে কোন প্রাণীর রোগ-জীবাণু থেকে প্রতিরক্ষার প্রথম ধাপ। শিশুর ত্বক একজন প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় পাতলা ও নরম হয়। ফলে তাপমাত্রা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে এটি সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুর ত্বক সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য নিচের পরামর্শগুলো লক্ষণীয় :

১. শিশুর ত্বকের যত্নের ব্যাপারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই খেলাধুলা শেষে বা বাইরে থেকে আসলে হাত-মুখ ধুয়ে দেওয়া এবং নিয়মিত গোসলে অভ্যস্ত করা ভালো।

২. শিশুর পোশাক অবশ্যই নরম এবং আরামদায়ক হওয়া বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে নরম ও সুতি কাপড় ব্যবহার করা ভালো। অন্যথায় ঘামের করণে ঘামাচি বা র‍্যাশ হতে পারে।

৩. শিশুদের ত্বক নরম হওয়ায় শীতে সহজে শুষ্ক হয়ে চুলকানি হতে পারে। তাই তাদের ত্বকের উপযোগী তেল বা লোশন মালিশ করতে হবে। তবে এটি বেশি বেশি লাগানো ঠিক নয়। এতে ত্বকের স্বাভাবিক ছিদ্রসমূহ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

৪. বড়দের ব্যবহার্য তেল, লোশন, পাউডার, শ্যাম্পু, সাবান ইত্যাদিতে সাধারণত ক্ষার ও অন্যান্য কিছু উপাদান থাকে। যা শিশুর ত্বকের ক্ষতি করে। এজন্য শিশুর জন্য তাদের উপযোগী প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে এবং কোন কিছুতে একবার এলার্জি দেখা দিলে তা পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫. গরমের দিনে শিশু যেন ঘেমে না যায় সেদিকে বিশেষ নযর রাখুন এবং ঘাম হলে মুছে দিন। অন্যথায় বারবার ঘাম জমে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

৬. শিশুর নখ ছোট এবং ধারালো জিনিস থেকে দূরে রাখতে হবে। অন্যথায় অসাবধানতা বশত ত্বকে আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে।

৭. শিশুর ত্বকে কোন সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোন মলম, পাউডার বা ওষুধ লাগানো থেকে বিরত থাকুন।

রাস্তায় চলাচলের আদব

১. রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা। তবে দেশের নিয়ম এর বিপরীত হলে বাধ্যগত অবস্থায় বাম দিক দিয়ে চলা যাবে।

২. পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দেওয়া।

৩. দৃষ্টি নিচু ও সামনে রাস্তার দিকে রাখা।

৪. কাউকে কষ্ট না দেওয়া ও খারাপ কথা না বলা।

৫. ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে থেকে নিষেধ করা।

৬. পথ হারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া।

৭. বোঝা বহনকারী ও মাযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করা।

৮. রাস্তায় ইট-পাথর বা যে কোন ধরনের কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরিয়ে ফেলা।

৯. রাস্তার ধারে পেশাব-পায়খানা না করা।

১০. রাস্তার ধারে বসে গল্প-গুজব না করাই উত্তম।

? ক্লুইজ

১. সাদা রঙ কিভাবে তৈরি হয়?

উঃ.....

২. মসজিদুর হারাম ও মসজিদুল আক্বছা নির্মাণের মধ্যে পার্থক্য কত বছর?

উঃ.....

৩. কোন ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে যাবে?

উঃ.....

৪. কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফ কোথা থেকে শুরু হয়?

উঃ.....

৫. 'হাজারে আসওয়াদ' কোথায় অবস্থিত?

উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০ই অক্টোবর ২০২২।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) নিকটাত্মীয়রা। (২) জামীলা, যয়নাব, যুর'আহ ও বাশীর। (৩) আল্লাহ তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবক প্রতিপালন করেন। অবশেষে তা পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায় (৪) স্বীয় হাতের দু'আঙুল দু'কানের মধ্যে প্রবেশ করালেন। (৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), বদর যুদ্ধে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : সা'দ, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মুহাম্মাদ আল-জাইয়িদ, মক্তব বিভাগ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : যাকিরুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

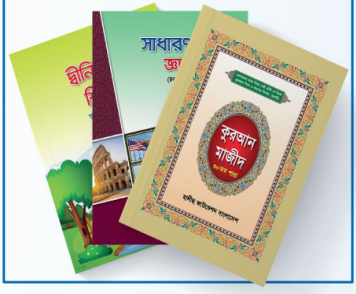

৫৫তম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ | মূল্য : ১৫/-

এসো
হে সোনামণি!
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর
আদর্শে জীবন
গড়ি

সোনামণি
সম্মেলন
২০২২

তারিখ :
১১ই নভেম্বর, শুক্রবার
উদ্বোধন : সকাল ৯-টা

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), সপুরা, রাজশাহী

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং :
রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই
অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে